দৈনিক সংবাদ

16

01 JUN

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 2

আক্কেলপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া বিঘ্নিত

আক্কেলপুর (জয়পুরহাট), ৩০শে ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।---প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষোপকরণের অভাব, শ্রেণী কক্ষের সংকট ও আসবাবপত্রের অভাব, লাইব্রেরীতে বইয়ের স্বল্পতা ও ছাত্রাবাসের অভাব প্রভৃতি কারণে আক্কেলপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

উপজেলা সদরে অবস্থিত আক্কেলপুর মুজিবর রহমান ডিগ্রী কলেজে দীর্ঘদিন থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। দীর্ঘদিন থেকে কলেজে অধ্যক্ষ না থাকায় উপাধ্যক্ষ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করে আসছেন। ফলে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। কলেজ ভবনের অবস্থা খুবই সংকটজনক। অধিকাংশ ক্লাসেরই দরজা-জানালা নেই এবং বর্ষায় ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। বর্ষাকালে শ্রেণীকক্ষে বসে ক্লাস করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এছাড়া এই কলেজের কমন রুমে খেলাধুলার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম এবং লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই নেই। কলেজের চারদিকে সীমানা দেয়াল না থাকার সকল মওসুমে কলেজ চত্বরে অবাধে গরু-ছাগল চড়ে বেড়ায়। অর্থাভাবে কর্মরত শিক্ষক, কর্মচারী ও পিয়নদের নিয়মিত বেতন দেয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষকদের বেতন কারো কারো ৭।৮ মাস পর্যন্ত বকেয়া পড়ে রয়েছে। এ ছাড়া কলেজে কোন ছাত্রাবাস নেই। ছাত্রাবাসের জন্য আজ পর্যন্ত সরকারীভাবে কোন অনুদানও দেয়া হয়নি। আক্কেলপুরের একমাত্র এফ,ইউ, পাইলট হাইস্কুলটিও বর্তমানে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এই বিদ্যালয়ের পশ্চিম অংশের ভবন এখনো পর্যন্ত পাকা করা হয়নি, টিনের ছাউনি খুবই নড়বড়ে, মাথার ওপরে সিলিং না থাকায় ছাত্রদেরকে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ক্লাস করতে হয়। এই বিদ্যালয়ে কয়েকটি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এই বিদ্যালয়ের নিজস্ব গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। এছাড়া এই বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সরঞ্জাম পর্যাপ্ত নয় এবং ছাত্রদের জন্য নেই কোন কমন রুম। এখানে কোন ছাত্রাবাস নেই। এই বিদ্যালয়টিকে আজ পর্যন্ত সরকারীকরণ করা হয়নি। মাসের পর মাস শিক্ষকদের বেতন বাকী পড়ে থাকে। উপজেলার গোপীনাথপুর, তিলকপুর, রায়কালী, সোনামুখী ও জামালগঞ্জ হাইস্কুলসহ প্রায় ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ঐ একই সমস্যা রয়েছে।

প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব, শ্রেণীকক্ষের সংকট, আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা ও আর্থিক অনটনে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।